নম্বর ২০

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৭৪৩৭/২০২৩

এস, আই, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------প্রতিবাদী

অ্যাডভোকেট আজিজুর রহমান দুলু

---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

অ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

অ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল

অ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- রাষ্ট্রপক্ষে

শুনানী তারিখঃ ১১.০৮.২৩, ১৬.১০.২০২৩, ১৭.১০.২৩

এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৮.১০.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ দায়রা জজ, সিরাজগঞ্জ দায়রা মামলা নং-১৬৯৪/২০১৮-এর সাক্ষী সাব ইন্সপেক্টর মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৫এ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০২৩ তারিখে প্রদত্ত সাজার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৬ ধারায় অত্র আপীল।

আপীলটি নিষ্পত্তিতে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে,

বার বার সমন ও আদেশের কপি দেওয়া সত্ত্বেও সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আদালতে হাজির না হওয়ায় দায়রা মামলা নং ১৬৯৪/২০১৮ এর সাক্ষী এস, আই, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৫A ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে উক্ত ধারার অপরাধে ২৫০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ (পনের) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড বিজ্ঞ দায়রা জজ, সিরাজগঞ্জ বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০২৩ তারিখে প্রদান করেন।

উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে এস, আই, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৬ ধারায় অত্র আপীলটি দায়ের করলে বিগত ইংরেজী ২২.০৮.২৩ তারিখে আপীলটি শুনানীর জন্য গৃহীত হয়।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট আজিজুর রহমান দুলু বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এটর্নী

নম্বর ২০

জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

বিজ্ঞ দায়রা জজ, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক দায়রা মোকদ্দমা নং-১৬৯৪/২০১৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০২৩ তারিখের আদেশ নং ৩১ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

''অদ্য পরবর্তী শুনানীর জন্য ধার্য আছে।

হাজতী আসামী (১) মোছাঃ নিলা ওরফে কনাকে হাজত হতে উপস্থিত করান হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষ সাক্ষী না আসায় সময়ের প্রার্থনা করিয়াছেন। পেশ করা হলো।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এটি ১৪৮ গ্রাম হেরোইন অবৈধ দখলে রাখার অভিযোগে আনীত মামলা। এ মামালার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস,আই, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সলংগা থানা, সিরাজগঞ্জ এর প্রতি আদালত হতে বার বার সমন ও আদেশের কপি দেয়া সত্ত্বেও সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আদালতে হাজির হননি। স্মারক নং-৩৮৭৫(২), তারিখ ১৬.০৫.২২ খ্রিঃ, স্মারক নং-৬৫৯৫(২), তারিখ ২৫.০৮.২২ খ্রিঃ ও স্মারক নং ৯৩৪২(২), তারিখ ২০.১০.২২ খ্রিঃ মোতাবেক সাক্ষীকে হাজির করার জন্য ওসি সলংগা থানাকে নির্দেশ দিয়ে আদেশের কপি পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে স্মারক নং-৯৮৭৮(২), তারিখ ০৩.১১.২২ খ্রিঃ ও স্মারক নং-৬৫৫(খ), তারিখ ০৮.০১.২৩ খ্রিঃ অনুযায়ী সাক্ষীকে কেন The Code of Criminal Procedure এর ৪৮৫এ ধারা অনুযায়ী সাজা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না সে মর্মে আদালতে হাজির হয়ে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয় হয় এবং আদেশের কপি ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী ও পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত তারিখে সাক্ষী না আসায় স্মারক নং-১৯০১(৩) নং ২৩.০২.২৩ খ্রিঃ তারিখে সাক্ষীর বিরুদ্ধে The Code of Criminal Procedure এর ৪৮৫এ ধারার অপরাধ আমলে নেয়া হয়। উক্ত সাক্ষী এস,আই, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানকে বার বার সমন ও আদেশের কপি দেয়া সত্ত্বেও সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আদালতে হাজির না হওয়ায় তাকে ২৫০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হলো। সাক্ষী এস,আই, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হোক।

পূর্ববর্তী আদেশ সমূহের কপি সহ অত্রাদেশের কপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইজিপি, ঢাকা, ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী, পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ ও ওসি সলংগা থানা, সিরাজগঞ্জ বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আগামী ২৮.০৫.২০২৩ খ্রিঃ তারিখ ৩৪২ ধারায় পরীক্ষার জন্য।

আমার উক্তি মতে কম্পিউটার কম্পোজকৃত ও সংশোধিত।

স্বা/-অস্পষ্ট
(ফজলে খোদা মোঃ নাজির)
দায়রা জজ, সিরাজগঞ্জ।''

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৬৮ মোতাবেক সমন কিভাবে জারী

নম্বর ২০

করতে হয় এ ব্যাপারে ২টি নমুনা সমন বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট আজিজুর রহমান দুলু অত্রাদালতে উপস্থাপন করেছেন যা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

(১)

গফরগাঁও জি,আর-৭২/২১
ND-30.08.22

বাংলাদেশ ফরম নং ৩৯৬৭
H.C. Criminal Procedure From No. 40B
SUMMONS TO A WITNESS
No. XXXI. Schedule V, Act V,1898)
(Section 68 and 252 of the Code of Criminal Procedure)

প্রতিঃ এস,পি, ময়মনসিংহ

সাক্ষীর প্রতি সমন।

সাক্ষীঃ (১) মোঃ ইব্রাহীম খলিল। পিতাঃ মোঃ বেলায়েত হোসেন।
(২) মোঃ রিয়াদ। পিতাঃ জালাল উদ্দিন । সর্বসাং-ছয়আলি, রসুলপুর, থানা-গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

[ফৌজদারী কার্যবিধির ৬৮ এবং ২৫২ ধারা]

বাং *প্রতি*

(১) কাল ও স্থান লিখনপূর্বক সংক্ষেপে অপরাধ বর্ণনা করিবেন।

যেহেতু আমার সমীপে এই অভিযোগ হইয়াছে যে, মোঃ

নিবাসী

অপরাধ করিয়াছেন অথবা দোষী বলিয়া সন্দেহ হয় এবং আমার প্রতীতি হইতেছে যে ফরিয়াদির/আসামীর পক্ষে আপনার সাক্ষ্য বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

অতএব, আপনাকে এই সমন দেওয়া হইতেছে যে, উক্ত অভিযোগের বিষয় সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন তাহা বলিবার নিমিত্তে আগামী ৩০.০৮.২২ তারিখে

(২) অথবা অবস্থানুসারে টাকা

পূর্বাহ্নে বেলা ১০ টার (২) সময় এই আদালত সমীপে উপস্থিত হইবেন এবং আদালতের অনুমতি বিনা এখান হইতে প্রস্থান করিবেন না এবং আপনাকে এতদ্বারা সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, সঙ্গত কারণ বিনা আপনি ঐ তারিখে উপস্থিত হইতে অবহেলা বা অস্বীকার করিলে আপনার হাজিরের জন্য ওয়ারেন্ট বাহির হইবে।

অদ্য সন ২০২২ সালের ২.০৬.২২ তারিখে আমার দস্তখত ও আদালতের মোহরযুক্তমতে দেওয়া গেল।

(অপাঠ্য)

৪০৩(৫)/৬ *ম্যাজিস্ট্রেট*

গফরগাঁও, থানা

(অপাঠ্য)

AFFIDAVIT
অ্যাফিডেভিট

অত্র সূত্রে আমি ..... ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞপূর্বক এতদ্বারা ব্যক্ত করিতেছি যে, আমি ১৯..... সালের .....মাসের ..... তারিখে..... বারে ..... স্থানের .....র পুত্র ..... র নামের প্রদত্ত পূর্ব পৃষ্ঠায় লিখিত সমনের একখানি নকল পেয়ে উক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিয়া অথবা ..... নামক তাঁহার পরিবারভূক্ত যে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি তাঁহার সহিত বাস করেন সেই ব্যক্তির নিকট রাখিয়া আসিয়া অথবা তাঁহার বাড়ি বা বাসস্থানের কোন সপ্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিয়া এই নকল তাঁহার উপর জারি করিয়াছি।

সাল তারিখ .....উপরিল্লিখিত .....কথা সত্য বলিয়া আমার নিকট শপথ বা ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা ..... করিলেন।

জনাব, বিনীত নিবেদন এই যে, অত্র স্মারকখানা থানায় প্রাপ্তির পর অফিসার ইনচার্জ এর হাওলামতে ১নং সাক্ষী মোঃ ইব্রাহীম খলিলকে বাড়ীতে পাই ২নং সাক্ষী মোঃ রিয়াদকে বাড়িতে পাই নাই। ১নং সাক্ষী বলেন যে, (অপাঠ্য) আমি তাকে নিয়ে ৩০.০৮.২২ ইং তারিখে সকাল ০৯ ঘটিকা সময়ে আদালতে হাজির থাকিব। তাই অত্র স্মারকখানা বিজ্ঞ আদালতে জমা দেওয়া গেল।

ম্যাজিস্ট্রেট

নম্বর ২০

সন ২০ সাল তাং

আপীলকারী
স্বা/-অস্পষ্ট
জিন্নাত

(২)

নারায়নগঞ্জ থানার মামলা নং-১(৮)২২
বাংলাদেশ ফরম নং ৩৯৬৭
H.C. Criminal Procedure From No. 40B
SUMMONS TO A WITNESS
No. XXXI. Schedule V, Act V,1898)
(Section 68 and 252 of the Code of Criminal Procedure)

সাক্ষীর প্রতি সমন।

মোঃ মাহাদী হাসান, পিতা মৃতঃ নূর মোহাম্মদ
দেওভোগ পাকা রোড, থানা ও জেলা-নারায়নগঞ্জ।

[ফৌজদারী কার্যবিধির ৬৮ এবং ২৫২ ধারা]

বাং প্রতি

(১) কাল ও স্থান লিখনপূর্বক সংক্ষেপে অপরাধ বর্ণনা করিবেন।

যেহেতু আমার সমীপে এই অভিযোগ হইয়াছে যে, মোঃ

নিবাসী

অপরাধ করিয়াছেন অথবা দোষী বলিয়া সন্দেহ হয়
এবং আমার প্রতীতি হইতেছে যে ফরিয়াদির/আসামীর পক্ষে আপনার সাক্ষ্য বিশেষ প্রয়োজনীয় হইতে পারে।

অতএব, আপনাকে এই সমন দেওয়া হইতেছে যে, উক্ত অভিযোগের বিষয় সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন তাহা বলিবার নিমিত্তে আগামী ১৬.১০.২৩ তারিখে পূবাহ্ন

(২) অথবা অবস্থানুসারে টাকা

বেলা ১০ টার (২) সময় এই আদালত সমীপে উপস্থিত হইবেন এবং আদালতের অনুমতি বিনা এখান হইতে প্রস্থান করিবেন না এবং আপনাকে এতদ্বারা সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, সঙ্গত কারণ বিনা আপনি ঐ তারিখে উপস্থিত হইতে অবহেলা বা অস্বীকার করিলে আপনার হাজিরের জন্য ওয়ারেন্ট বাহির হইবে।
অদ্য সন ২০.... সালের ২৬.০৭.২৩ তারিখে আমার দস্তখত ও আদালতের মোহরযুক্তমতে দেওয়া গেল।

এ,এস,আই দিলীপ কুমার
আইনানুগ ব্যবস্থা নিন।
স্বা/অপাঠ্য
১৫.১০.২৩
অফিসার ইনচার্জ
(অপাঠ্য) নারায়নগঞ্জ।
স্বা/-অপাঠ্য

২৬.০৭.২৩
ম্যাজিস্ট্রেট
সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,
চতুর্থ আদালত, নারায়নগঞ্জ।

AFFIDAVIT
অ্যাফিডেভিট

অত্র সূত্রে আমি ..... ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞপূর্বক এতদ্বারা ব্যক্ত করিতেছি যে, আমি ১৯..... সালের .....মাসের ..... তারিখে..... বারে ..... স্থানের .....র পুত্র ..... র নামের প্রদত্ত পূর্ব পৃষ্ঠায় লিখিত সমনের একখানি নকল পেয়ে উক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিয়া অথবা ..... নামক তাঁহার পরিবারভূক্ত যে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি তাঁহার সহিত বাস করেন সেই ব্যক্তির নিকট রাখিয়া আসিয়া অথবা তাঁহার বাড়ি বা বাসস্থানের কোন সপ্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিয়া এই নকল তাঁহার উপর জারি করিয়াছি।
সাল তারিখ .....উপরিল্লিখিত .....কথা সত্য বলিয়া আমার নিকট শপথ বা ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা ..... করিলেন।
জনাব, বিনীত নিবেদন এই যে, মামলার সাক্ষীর প্রতি সমন থানার প্রাপ্তির পর অফিসার ইনচার্জ মহোদয় আমার নামে হাওলা করিলে আমি সঙ্গীয় ফোর্সসহ সাক্ষী মোঃ মাহাদী হাসান

নম্বর ২০

পিতাঃ মৃত নূর মোহাম্মদ সাং দেওভোগ পাক্কার রোড থানা ও জেলা নারায়নগঞ্জকে (অপাঠ্য) উপস্থিত হইয়া সমীপে না পেয় জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়। সাক্ষীর (অপাঠ্য) কেহ চিনে না বা জানে না বলে জানা যায়। বিধায় সাক্ষীর প্রতি সমন বিনা তামিলে বিজ্ঞ আদালতে প্রমাণ করা হইল।

ম্যাজিস্ট্রেট

সন ২০ সাল তাং

বিনীত
দিলীপ কুমার
এ,এস,আই (নিঃ)
সদর (অপাঠ্য) থানা,
নারায়নগঞ্জ।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা 485A এবং ধারা 486 নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

485A. *(1) If any witness being summoned to appear before a Criminal Court is legally bound to appear at a certain place and time in obedience to the summons and without just excuse neglects or refuses to attend at the place or time or departs from the place where he has to attend before the time at which it is lawful for him to depart, and the Court before which the witness is to appear is satisfied that it is expedient in the interest of justice that such a witness should be tried summarily, the Court, may take cognisance of the offence and after giving the offender and opportunity of showing cause why he should not be punished under this section. Sentence him to fine not exceeding taka two hundred nd fifty.*

(2) In every such case the Court shall follow, as nearly as may be practicable, the procedure prescribed for summary trials."

*"**486. (1)** Any person sentenced by any Court under section 480 or section 485 [or section 485] may, not withstanding anything hereinbefore contained, appeal to the Court to which decrees or orders made in such Court are ordinarily appealable.*

(2) The Provisions of Chapter XXXI shall, so far as they are applicable, apply to appeals under this section, and the Appellate Court may alter or reverse the finding, or reduce or erverse the sentence appealed against.

(3) An appeal from such conviction by a Court of Small Causes shall lie to the Court of Sessions for the sessions division within which such Court is situate.

(4) An appeal from such conviction by any officer as Registrar or Sub-Registrar appointed as aforesaid may, when such officer is also Judge of a Civil Court, be made to the Court to which it would, under the preceding portion of this section, be made if such conviction were a decree by such officer in his capacity as such Judge, and in other cases may be made to the District Judge."

উপরিল্লিখিত ধারা ৪৮৫A মোতাবেক কোন সাক্ষীকে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্তে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করতে হলে উক্ত সাক্ষীকে আদালত প্রথমতঃ আইনের বিধান মোতাবেক যথারীতি সমন প্রদান করবেন। অতঃপর উক্ত সাক্ষী যথাযথভাবে সমন প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত আদালতে উপস্থিত হতে অবহেলা বা অসম্মতি বা

নম্বর ২০

যেখানে তিনি উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল উক্ত সময়ের পূর্বে উক্ত স্থান ত্যাগ করেন সেক্ষেত্রে আদালত সন্তুষ্ট হলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে উক্ত সাক্ষীকে সংক্ষিপ্ত বিচারে (Summary Trial) অপরাধ আমলে নিয়ে এবং তাকে কেন সংশ্লিষ্ট ধারায় সাজা প্রদান করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানোর যথাযথ সুযোগ প্রদান করতঃ সর্বোচ্চ ২৫০/- টাকা জরিমানা প্রদান করতে হকদার।

বর্তমান মোকদ্দমায় সকল আাদেশের অনুলিপি পুংখানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় এবং আদালতের মৌখিক নির্দেশে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আদালতে বর্তমানে কর্মরত বিচারকের সাথে আলোচনাক্রমে প্রাপ্ত তথ্য হতে এটি প্রতীয়মান যে, অত্র আপীলকারীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৬৮ মোতাবেক যথাযথভাবে সমন প্রদান করা হয় নাই। এছাড়াও অত্র বিষয়ে পৃথক নথী সৃজন করা হয় নাই।

যেহেতু আপীলকারীকে যথাযথভাবে তথা ফৌজদারী কার্যবিধির ৬৮ ধারা মোতাবেক সমন প্রদান করা হয় নাই সেহেতু অত্র আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য।

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিচারিক আদালতসমূহে সঠিক সময়ে সাক্ষীর অনুপস্থিতি মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্বের অন্যতম কারণ। প্রতিটি বিচারিক আদালতেই সাক্ষীর অনুপস্থিতির কারণে যথাসময়ে বিচারকাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের অসহযোগীতা এবং সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে বিচারিক আদালতের বিজ্ঞ বিচারকগণও বিষয়টি কিভাবে নিরসন করবে তৎসম্পর্কে একটি সংশয়ের মধ্যে থাকেন। উপরিল্লিখিত অবস্থাধীনে এতদ্‌বিষয়ে একটি পরিষ্কার/স্বচ্ছ নির্দেশনা থাকলে বিচারিক আদালত সমূহের জন্য সুবিধা হয়। সে লক্ষ্যে কতিপয় নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি হলে ন্যায় বিচার সম্পন্ন হবে বলে প্রতীয়মান।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক মঞ্জুর করা হলো।

বিজ্ঞ দায়রা জজ, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক কর্তৃক দায়রা মামলা নং-১৬৯৪/২০১৮-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৫.২০২৩ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৫-এ ধারায় সাক্ষীকে সাজা প্রদান করতে হলে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতসমূহকে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলোঃ

১। *ফৌজদারী কার্যবিধির ৬৮ ধারা মোতাবেক সাক্ষীর প্রতি যথাযথভাবে সমন ইস্যু করে স্মারক নং সহ আদালত কবে সমন ইস্যু করেছেন তার আদেশে লিখবেন এবং সমনের একটি ছায়াকপি নথিতে সংরক্ষণ করবেন।*

২। *ইস্যুকৃত সমন সাক্ষীর প্রতি যথাযথভাবে প্রেরণ করেছেন কিনা তা আদেশে লিখবেন এবং সেক্ষেত্রে অভিযোগপত্রে বর্ণিত সাক্ষীর নাম, ঠিকানা ও বি.পি নং (যদি পুলিশ সাক্ষী হয়) স্পষ্টভাবে লিখবেন।*

নম্বর ২০

		৩। *উক্ত সমন জারিকারক অথবা সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার যথাযথভাবে জারি করেছে কিনা সে বিষয় তিনি কিভাবে নিশ্চিত হয়েছেন তা আদেশে লিখবেন।* ৪। *সমনের অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত পদ্ধতিতে সমন জারিকারক অথবা সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার সাক্ষীগণকে সাক্ষীর বিষয় অবহিত করে যে প্রতিবেদন আদালতে জমা দিয়েছেন তা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে হয়েছে কি না কিংবা সঠিকভাবে জারী হয়েছে কিনা সে বিষয় নিশ্চিত হয়ে তবে আদেশে বর্ণনা করবেন।* ৫। *উক্ত সাক্ষী জারিকৃত সমন সঠিকভাবে পেয়েছে কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, সাক্ষীর প্রতি কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে তথা **WhatsApp** কিংবা ই-মেইলে প্রেরিত সমনের স্ক্যান কপি পিডিএফ আকারে প্রেরণ করা যেতে পারে। এজন্য অপরাধ আমলে গ্রহণকারী বিচারক/ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ পুলিশ রিপোর্ট গ্রহণের সময় সাক্ষীগন কোন ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করেন কিনা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তা তদন্ত প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লখ করার বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারেন।* ৬। *যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া সাক্ষী আদালতে গরহাজির কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। কেননা একই দিন একই সময়ে একজন সাক্ষীকে উদাহরণস্বরূপ দুটি ভিন্ন জেলায় অবস্থিত দুটি আদালতে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন প্রদান করা হলে সাক্ষীকে যে কোনো একটি আদালতে উপস্থিত হতে হবে। যে আদালতে উপস্থিত হতে পারবেন না সেই আদালতে এটি যথাযথ কারণ বলে বিবেচিত হবে।* ৭। *কোন সাক্ষী সমন প্রাপ্ত হয়ে আদালতে উপস্থিত হওয়ার পরেও আদালতের সাক্ষ্য না দিয়ে কিংবা আদালতের অনুমতি না নিয়ে আদালতের স্থান ত্যাগ করার বিষয়টি আদালতকে নিশ্চিত হতে হবে।* ৮। *যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া আদালতে উপস্থিত না হলে কিংবা অবহেলা জনিত কারণে উপস্থিত না হলে কিংবা আদালতে উপস্থিত হয়েও আদালতে সাক্ষ্য না দিয়ে আদালতের অনুমতি ছাড়া আদালতের স্থান ত্যাগ করলে আদালত ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৫এ ধারায় উক্ত সাক্ষীর বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গ্রহণ করে **CrRO, ২০০৯ এর ৯১** বিধির অধীনে নিম্নবর্ণিতভাবে একটি রেজিস্টারে মিস কেস সৃজন করবেন। তবে উক্ত কার্যধারার গ্রহণ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৮৫ এ ধারার কার্যক্রম কেন শুরু করা হবে না তৎমর্মে গর হাজির সাক্ষী কিংবা আদালতের নির্দেশ অমান্যকারী সাক্ষীর প্রতি কারণ দর্শানোর আদেশ প্রেরণ করতে হবে এবং এই আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট*

নম্বর ২০

ব্যক্তির প্রতি সঠিকভাবে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা কিংবা এটি সঠিকভাবে জারী করা হয়েছে কিনা তৎমর্মে নিশ্চিত হতে হবে।

FORM NOS. (R) 2(i) and (R) 2(ii) and (R) 2(iii)

(i) Register of Complaints of Offence

(ii) Register of Non Cognizable Cases

(iii) Register of Miscellaneous Cases.

In the Court of the -----Magistrate, at ----- during the year 20-----

Serial number for the year	Date of complaint or First Information or institution	Name of complainant /informant	Number and names of accused person or persons against whom the Complaint First Information Lodged.	Nature of cases and sections of law.	Order passed with date		Remarks
					Preliminar	Final	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

Note 1. – Separate volumes should be kept for Register (i) Complaints of Offences, (ii) Non-Cognizable Cases and (iii) Miscellaneous cases.

Note 2.- Every order of transfer shall be entered in column 6.

Note 3.- The result of any Appeal or Revision should be entered in the column for remarks.

Note 4.-The dates of adjourment of each case should be entered in column 6.

Note 5.-Final order of conviction in column 7 shall always be written by the Magistrate in his own hand.

Note 6.- These Registers (R) 2(i), R(ii) and R 2 (iii) are intended to show all cases instituted and dealth with in a district of a Metropolitan area or outlaying stations, as the case may be, When Judicial Magistrates deal with such cases, their Bench Assistant should, at the end of each month, furnish the Chief Judicial Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate or the concerned Judicial Magistrae , as the case may be, with information regarding them, so that they may be enterd in the Register.

৯। তারপর উক্ত সাক্ষী তথা আসামিকে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানের নিমিত্তে শো কজ নোটিশ ইস্যু করে একই পদ্ধতিতে আদালত প্রেরণ করবেন।

১০। উক্ত সাক্ষী তথা আসামি জামিন চাইলে আদালত বিবেচনা করবেন এবং কারণ দর্শানোর জন্য সময় প্রার্থনা করলে তা ন্যায়বিচারের স্বার্থে মঞ্জুর করবেন।

১১। সাক্ষীর প্রদত্ত কারণ যথাযথ বা যুক্তিসঙ্গত না হলে ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২২ অনুসারে সংক্ষিপ্ত বিচারে মামলাটি যতদূর সম্ভব পরিচালনা করতে হবে।

১২। ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২০ অনুসারে আদালতকে অভিযোগ

নম্বর ২০

বিবেচনা করতে হবে এবং অভিযোগ গঠনের উপাদান থাকলে অভিযোগ গঠন করতে হবে। উপাদান না থাকলে অভিযুক্তকে অব্যাহতি প্রদান করবেন।

১৩। গঠিত অভিযোগ শোনার পর অভিযুক্ত সাক্ষী দোষ স্বীকার করলে আদালত নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে মামলাটি নিষ্পত্তি করবেন।

১৪। সাক্ষী দোষ স্বীকার না করলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে দোষী প্রমাণ সাপেক্ষে আসামিকে শাস্তি প্রদান করবেন।

১৫। অত্র ধারায় শুধুমাত্র জরিমানার বিধান থাকায় আসামিকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৮৮ ধারা মোতাবেক সুযোগ প্রদান করবেন। তবে আদালতের আদেশে জরিমানা অনাদায়ে সাজার পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।

১৬। আপিলের উদ্দেশ্যে সাজাপ্রাপ্ত আসামী জামিন চাইলে আদালত বিবেচনা করবেন।

১৭। মোকদ্দমার নথী ও রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন।

১৮। আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ এর মর্ম মতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বিগত ২০/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখ ৪৯০ নং বিজ্ঞপ্তিমূলে প্র্যাকটিস নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। উক্ত বিষয়টি অনুসরণপূর্বক দূরবর্তী সাক্ষীগণ কিংবা আদালতে উপস্থিত হতে না পারার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে এরূপ সাক্ষীগণকে কিংবা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত দূরবর্তী পাবলিক সাক্ষীগণকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদালতের বিবেচনামতে অডিও-ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন।

অবগতি ও পর্যালোচনার জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি অধস্তন আদালতের সকল বিচারককে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি Judicial Administration Training Institute (JATI)-তে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)